Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪২তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০২০

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ১/১৫৩)*।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪২তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০২০

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

■ সম্পাদকীয়
আল্লাহ্র উপর ভরসা ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬
জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১১
সন্তান প্রতিপালনে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ১৫
■ হাদীছের গল্প ২০
■ এসো দো'আ শিখি ২১
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২৩
■ একটু খানি হাসি ২৬
■ কবিতাগুচ্ছ ২৭
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৯
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩২
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৩
■ দেশ পরিচিতি ৩৫
■ যেলা পরিচিতি ৩৬
■ ভাষা শিক্ষা ৩৭
■ কুইজ ৩৭
■ প্রতিযোগিতার নীতিমালা ৩৯

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ্র উপর ভরসা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করা মানব জীবনে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্তর। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে সর্বদা আল্লাহ্র উপর দৃঢ়ভাবে ভরসা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এটি মুমিন-মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা' *(আলে ইমরান ৩/১৬০)*। তবে উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করতঃ সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা নয়। এরূপ অযথা বসে থাকা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং যাবতীয় কল্যাণ অর্জনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করা এবং সামর্থ অনুযায়ী বৈধ পথে চেষ্টা করে ফলাফলের বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করার নাম আল্লাহ্র উপর ভরসা।

তাওয়াক্কুলের বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা নবী-রাসূলদের জীবনে দেখতে পাই। ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর জাতি আগুনে ফেলে দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'! *(আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। মূসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবনে ছিল সাগর ডুবির এক চূড়ান্ত পরীক্ষা। পিছনে ফেরাঊনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর। এই কঠিন মুহূর্তে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র উপর ভরসায় অটল। ফলে আল্লাহ তাঁর জন্য সমুদ্রে রাস্তা তৈরী করে দেন এবং শত্রুবাহিনীকে ডুবিয়ে মারেন' *(শো'আরা ২৬/৬১-৬৬)*।

হিজরতের সময় কুরায়েশের হিংস্র যুবকরা একশত উট পুরস্কারের লোভে রাসূল (ছাঃ)-ও আবুবকর (রাঃ)-কে ধরতে ছওর গিরিগুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে যায়। আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'গুহায় থাকা অবস্থায় আমি আমাদের মাথার উপরে তাদের পাগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তাদের কেউ নীচের দিকে তাকায়, তাহলে আমাদেরকে তার পায়ের নীচে দেখতে পাবে। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন ধারণা করছ কেন? আল্লাহ আছেন তৃতীয় হিসাবে' *(বুখারী হা/৩৬৫৩)*। আল্লাহ বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-'যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। যখন সে তার সাথীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' *(তওবা ৯/৪০)*। রক্তপিপাসু শত্রুকে সামনে রেখে ঐ সময়ের ঐ নাযুক অবস্থায় 'চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন', এই ছোট্ট কথাটি মুখ দিয়ে বের হওয়া কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে কায়মনোচিত্তে নিজেকে আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করে দেন। দুনিয়াবী কোন উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা আদৌ সম্ভব নয়' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৩০)*।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ্র উপর ভরসার ফলাফল সুদূর প্রসারী। আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তাকে তার অজানা উৎস থেকে রূযী দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন, 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থভাবে ভরসা করতে তাহলে তিনি যেমন পক্ষীকুলকে রূযী দান করেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দান করতেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে' *(তিরমিযী হা/২৩৪৪; মিশকাত হা/৫২৯৯)*।

শয়তান আদম সন্তানের প্রকাশ্য শত্রু। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাম নিয়ে দো'আ পড়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বাড়ী থেকে বের হয়, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না; বরং তার থেকে দূরে সরে যায় *(তিরমিযী হা/৩৪২৬)*। শুধু তাই নয়, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে তাদের জন্য রয়েছে বিনা হিসাবে জান্নাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐসব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা রাখে' *(বুখারী হা/৬৪৭২)*।

তাওয়াক্কুলের দুনিয়াবী ফায়েদা আত্মিক প্রশান্তি। মনোরোগ চিকিৎসকগণ যদি এর গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝতেন, তাহলে তারা একে তাদের চিকিৎসার প্রথম উৎস হিসাবে ব্যবহার করতেন। আমাদের সোনামণিরা যদি আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে শিখে তাহলে তারা আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে থাকবে। কোন কাজে ব্যর্থ হলে হতাশায় ভুগে আত্মহত্যা করবে না। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তার বিপরীত। গত ৩১শে মে ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনে পাস করতে না পারা ও খারাপ ফলাফল করায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ২২জন তরুণ শিক্ষার্থী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ৮ জন। তাতে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। ২০১৯ সালে বরিশালে জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পায়নি, সেটা জানার পরই মঙ্গলবার বাড়ীতে এসে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরী। পটুয়াখালীতে পিএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে ফাহাদ নামের ১০ বছর বয়সী এক কিশোর।

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এর পরকালীন পরিণতি জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে ফাঁসি দিয়ে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে সেভাবেই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুখারী হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৩৪৫৪)*। অতএব হে সোনামণি! সার্বিক জীবনে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভে সর্বাবস্তায় আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

এসো! পাপ থেকে ক্ষমা চাই

(১) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ-

১. 'নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

(২) قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

২. 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

(৩) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

৩. 'যে ব্যক্তি সীমালংঘনের পর তওবা করে ও সংশোধিত হয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মায়েদাহ ৫/৩৯)*।

(٤) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا-

৪. 'আল্লাহ তো কেবল তওবা কবুল করেন ঐসব ব্যক্তিদের যারা মন্দ কর্ম করে অজ্ঞতাবশে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না, যারা মন্দ কর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারু মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা কবুল হবে না ঐসব লোকের, যারা মৃত্যুবরণ করে কাফির অবস্থায়। আমরা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৭-১৮)*।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের আলো

এসো! পাপ থেকে ক্ষমা চাই

(১) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِه فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُه وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَه-

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায় (কালিমুক্ত হয়), আর যদি গুনাহ বেশী হয় তাহলে কালো দাগও বেশী হয়। অবশেষে তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২)*।

(২) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

২. আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা পাপ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী হা/২৬৬১; মিশকাত হা/২৩৩০)*।

(৩) عَن بِلَال بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ جَدِّىْ أَنَّه سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَه وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ-

৩. বেলাল ইবনু ইয়াসার ইবনু যায়েদ হতে বর্ণিত বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি বলল, *'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক; এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে যেয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/ মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চরিত্র মানব জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। সুন্দর এ ধুলির ধরণীতে চরিত্রবান মানুষের সংখ্যা বেশী হলেই তা শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। আজকের শিশু-কিশোর আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠন সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি'র ভূমিকা আলোচনার পূর্বে উত্তম চরিত্র ও তার সুফল সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন বলে মনে করি। সোনামণিদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় এই পৃথিবীতে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ কোনটি? তাহলে হয়ত অনেকেই উত্তর দিবে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি। আর যার নিকট এসব সম্পদ আছে সেই সর্বোক্তম ব্যক্তিই! বাস্তবে কিন্তু তা নয়। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সর্বোত্তম সম্পদ হল মানুষের উত্তম চরিত্র। আর চরিত্রবান ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম' *(বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

দুনিয়াবাসী সচ্চরিত্রের মত মহৎ গুণ অর্জন ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি স্তরে তা প্রয়োগ করতে পারলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে জান্নাতি আবহাওয়া প্রবাহিত হবে। দুনিয়ায় অধিকাংশ বস্তুই অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায়। কিন্তু সচ্চরিত্র কোন কিছুর বিনিময়ে খরিদ করা যায় না। জীবনের বাঁকে বাঁকে কঠোর সাধনার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হয়। চরিত্র শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাঁড়ায় মানুষ হিসাবে সমগ্র উত্তম গুণাবলী ধারণ করা। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, Character is the crown of a man 'চরিত্র মানুষের মুকুট স্বরূপ'। আর চরিত্রহীন মানুষ পশুর চেয়েও অধম।

সুন্দর পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়তে হলে চরিত্রবান মানুষ ও নেতা আবশ্যক। যা ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সেকারণ যুগে যুগে আল্লাহ যত নবী-

www.ahlehadeethbd.org

রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী করে পাঠিয়েছেন। কারণ কেবল কথা শুনে নয়, বরং সুন্দর চরিত্র ও আচরণ দেখে মানুষ মানুষকে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে *(দিগদর্শন-২, পৃ. ১৫৫)*।

তবে সচ্চরিত্রের সিঁড়ি বেয়ে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করা খুবই কষ্টকর। আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও যোগ্য আমীরের আনুগত্য, পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতাবোধ, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন ইত্যাদি গুণাবলীর সমন্বিত রূপই সচ্চরিত্র। একজন ব্যক্তিকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক-গুরুজনদের কাছে চরিত্রবান হিসাবে গড়ে উঠতে হয়। এর অধঃগতি খুবই সহজ। মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ওয়াদা বরখেলাপ ইত্যাদি অপকর্মে জড়িত হলে অল্প সময়েই একজন মানুষ চরিত্রহীন হিসাবে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে খুবই অসচেতন। এ জন্য মুসলিম জাগরণের কবি ড. ইকবাল আক্ষেপ করে বলেন, 'মানুষ সূর্যের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মাটির মানুষ হয়ে বিচরণ করতে পারে চাঁদের মাটিতে। অথচ সে পৃথিবীতে মানুষের মত চলতে পারে না' *[মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ মুহাম্মাদ যইনুল আবেদীন, প্রবন্ধ একটি আদর্শ সমাজের সন্ধানে, মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.), ঈদ-ই মিলাদুন্নবী সংখ্যা, পৃ. ২৮১। গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, ১৬/৬ মার্চ ২০১৩, পৃ. ১৯]*।

উত্তম চরিত্রের ফলাফল

১. উত্তম চরিত্রের অধিকারী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি : উত্তম চরিত্রের ফলাফল সুদূর প্রসারী। উত্তম চরিত্রের অধিকারী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ছোট, বড়, নারী ও পুরুষ যেই হোন না কেন। আবার তিনি যেই বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন; উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে সফল। যিনি উত্তম চরিত্র ও কর্ম দ্বারা জীবনকে সাজাতে পারবেন তিনিই সম্মানিত। শুধু বংশ মর্যাদার কারণে একজন ব্যক্তি সম্মানিত হতে পারেন না। কবি আবুল হাশেম (১৮৯৮-১৯৮৫ খ্রি.) বলেন,

নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

তাই একজন চরিত্রবান ব্যক্তি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ

www.ahlehadeethbd.org

مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'নবী করীম (ছাঃ) অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম' *(বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

২. চরিত্রবান ব্যক্তির মর্যাদা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারী ও ছিয়াম পালনকারীর মত : নফল ইবাদত সমূহের মধ্যে ছালাত ও ছিয়াম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম ও মর্যাদার মানদণ্ড। কিন্তু কোন মুসলমান যদি বেশী বেশী নফল ছালাত ও ছিয়াম আদায় করার পরও সচ্চরিত্রের অধিকারী না হন, তাহলে তিনি মানুষের কাছে ধিকৃত হন এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত হন। অপরপক্ষে একজন মুমিন উত্তম চরিত্রের কারণে রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারী ও দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর সম মর্যাদা লাভ করে থাকেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ 'নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে' *(আবূদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২)*।

৩. মীযানে উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী হবে : হাশরের মাঠে মানুষের আমল ওযন করা হবে। যার ভালো আমল ভারী হবে সে আনন্দিত হবে। আর যার মন্দ আমল ভারী হবে, সে যার পর নেই দুঃখিত হবে। সেই কঠিন দিনে উত্তম চরিত্র মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে উপকারী ও ভারী হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي ميزانِ الْمُؤمن يومَ الْقِيَامَة خُلُقٌ حسنٌ وَإِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি যে বস্তু রাখা হবে তা হল উত্তম চরিত্র। আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্রকে ঘৃণা করেন' *(আবূদাঊদ হা/৪৭৯৯; মিশকাত হা/৫০৮১)*।

৪. উত্তম চরিত্রই পুণ্য : উত্তম চরিত্রের মানুষের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। তার মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং শত্রু-মিত্র সবাই উপকৃত হয়। তাই উত্তম চরিত্রই পুণ্য ও নেকীর মাধ্যম। নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

www.ahlehadeethbd.org

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, পুণ্য হল উত্তম চরিত্র। আর পাপ হল, যে কাজ তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং মানুষের নিকট প্রকাশ পাওয়াকে তুমি অপসন্দ কর' *(মুসলিম হা/২৫৫৩)*।

৫. উত্তম চরিত্র জান্নাতের পথ প্রদর্শনকারী : আদম সন্তানের আদি ঠিকানা জান্নাত। সে দুনিয়ায় এসেছে সামান্য সময়ের জন্য পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে জান্নাত। অন্যথায় তাকে জাহান্নামের আগুনে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হবে। আর যে জিনিস জান্নাতের দিকে সবচেয়ে বেশী পথ প্রদর্শনকারী তা হল উত্তম চরিত্র। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ 'তোমরা কি জান; মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে নিয়ে যায় কোন বস্তু? (অতঃপর) তিনি বলেন, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তিনি বলেন, তোমরা কি জান, মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তা হল যবান ও লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী হা/২০০৪; মিশকাত হা/৪৮৩২)*। অপর হাদীছে এসেছে, ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ متصدِّقٌ موفق وَرجل رَحِيم رَفِيق الْقلب لكلِّ ذِي قربى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هم فِيكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ 'তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতী (১) ইনছাফকারী ও দানশীল শাসক, যাকে সৎকাজের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে (২) যিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী-নিকটাত্মীয় ও মুসলিমদের প্রতি কোমলপ্রাণ (৩) যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী, পারিবারিক দৈন্যতা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে। আর পাঁচ প্রকারের মানুষ জাহান্নামী (১) দুর্বল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যে নিজের স্থূল বুদ্ধির কারণে নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ সমস্ত লোক তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তোমাদের চাকর-বাকর সে স্ত্রী পরিবার চায় না এবং সম্পদেরও ভ্রুক্ষেপ করে না (২) এমন আত্মসাৎকারী যার লোভ থেকে গোপনীয় জিনিসও রক্ষা পায় না। অতি তুচ্ছ জিনিসও আত্মসাৎ করে (৩) এমন ব্যক্তি যে তোমাকে পরিবার ও

www.ahlehadeethbd.org

সম্পদের ব্যাপারে প্রতারনায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা চিন্তামগ্ন থাকে (৪) কৃপণ ও মিথ্যাবাদী (৫) দুশ্চরিত্র ও অশ্লীলভাষী *(মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬০)*।

৬. জাহান্নামের আগুন হারাম : নম্র, ভদ্র ও কোমল স্বভাবের চরিত্রবান ব্যক্তি জান্নাতী। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিব, যার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নামের আগুনও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এমন ব্যক্তি হলেন, যার মেযাজ নরম, স্বভাব কোমল, জনগণের সাথে মিশুক এবং যার চরিত্র সহজ-সরল' *(আহমাদ হা/৩৯৩৮; তিরমিযী হা/২৪৮৮; মিশকাত হা/৫০৮৪)*।

চরিত্রবান মানুষ পৃথিবীর সকলের কাম্য। একজন ছোট্ট সোনামণি চায় তাকে আদর-স্নেহকারী চরিত্রবান ও আদর্শ পিতা-মাতা এবং অভিভাবক। এমনকি অবুঝ শিশুও আদর এবং ধমক বুঝে। তাকে আদর করলে সে হাসে; আর ধমক দিলে সে কাঁদতে শুরু করে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, একজন অবুঝ শিশুও চরিত্রহীন, কর্কশ ও রুক্ষ স্বভাবের পিতা-মাতা বা অভিভাবক ভালবাসে না। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকও চান এক সচ্চরিত্রের অধিকারী সন্তান। সন্তানের ভালো কাজে পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেই খুশি হন এবং অপরের নিকট গর্বভরে তা প্রকাশ করেন। আবার সন্তানের অপকর্মে তারাই সবচেয়ে দুঃখিত ও লজ্জিত হন। একজন যোগ্য আমীর চান আনুগত্যশীল ও চরিত্রবান কর্মী এবং কর্মীও চান তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী আল্লাহভীরু আমীর। পক্ষান্তরে চরিত্রহীন মানুষ সকলের নিকট ঘৃণার পাত্র ও অভিশপ্ত। আদর্শ ও চরিত্র চির অম্লান। একজন সোনামণি দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়ে হলেও তার আদর্শ ও চরিত্র সর্বদা অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকবে-এটাই সকলের কাম্য। কেননা চরিত্র হারালে মানুষের সবকিছুই হারিয়ে যায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, When money is lost nothing is lost, when health is lost somthing is lost, but when character is lost everything is lost 'অর্থ হারালে যেন কিছুই হারায় না, স্বাস্থ্য হারালে যেন কিছু হারায়, আর চরিত্র হারালে যেন সবকিছুই হারিয়ে যায়'।

[চলবে]

www.ahlehadeethbd.org

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে কেউ যদি পথিমধ্যে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৩)*। দ্বীনী জ্ঞান বিতরণকারী একজন সত্যিকারের আল্লাহভীরু আলেমের জন্য আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত দো'আ করে *(তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩)*।

ইলমে দ্বীন অর্জন যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহলে যেমন পরকালে মুক্তি রয়েছে তেমনি দুনিয়াতেও সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা' *(দারেমী হা/২৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮১)*।

তবে ইলম অর্জন যেন মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বা মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে না হয়। যদি এমনটি হয় তাহলে বিনিময়ে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করা অথবা মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অধ্যয়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন' *(তিরমিযী হা/২৬৫৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬)*।

ওযূর পর 'কালিমায়ে শাহাদাত' পাঠ করা

ভাল করে ওযূ করার পর যে ব্যক্তি 'কালিমায়ে শাহাদাত' পাঠ করবে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্য হতে যে কোন দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ

www.ahlehadeethbd.org

করার সুযোগ লাভ করবে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ 'যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে এবং ওযূর পর এ দো'আ পড়ে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(মুসলিম হা/২৩৪)*।

সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়িদুল ইস্তেগফার পাঠ করা

যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়িদুল ইস্তেগফার পাঠ করবে এবং সেদিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। সাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'। সে যদি দিনে পাঠ করে রাতে মারা যায় কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা যায়, তাহলে সে জান্নাতী হবে' *(বুখারী হা/৬৩০৬)*।

অন্ধত্বের উপর ধৈর্য ধারণ করা

অন্ধত্ব আল্লাহ্র এক বিশেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ তাকে তার অন্ধত্বের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। আনাস ইবনু

www.ahlehadeethbd.org

মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ বলেন, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَعَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ 'আমি যখন আমার কোন প্রিয় বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বারা) পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি' *(বুখারী হা/৫৬৫৩)*।

পিতা-মাতার হক আদায় করা

পিতা-মাতার হক আদায় করা ও তাদের খেদমত করা খুবই যরূরী। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের হক আদায়ের পরেই পিতা-মাতার হক আদায় করাকে বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন। পিতা-মাতার সেবা-যত্নের মাধ্যমে একজন বান্দা জান্নাত লাভ করবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তার কাছে একজন লোক এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। আমার মা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে তালাক দেওয়ার জন্য। আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে পিতা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার' *(তিরমিযী হা/১৯০০)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ 'ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধাস্থায় পেল কিন্তু তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না' *(মুসলিম হা/২৫৫১)*।

কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে দূর করা

একজন মুমিনের উচিত অন্য ভাইয়ের কষ্টকে দূর করে দেওয়া। বিপদে-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়ীয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াতে কোন কষ্টকে দূর করে দিবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্টমূহের কোন একটি কষ্টকে দূর করে দিবেন' *(আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬)*।

www.ahlehadeethbd.org

একজন প্রকৃত মুসলিম কাউকে কষ্ট দিবে না এটা তার ঈমানী দাবী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তুরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল তাওহীদের ঘোষণা *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হল রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' *(বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫)*।

এই ঈমানী দায়িত্ব নিয়ে কোন মুমিন যদি মানুষের কষ্টকর চলার পথকে সহজ করে দেয় তাহলে যে জান্নাত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ 'একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল। এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করল' *(মুসলিম হা/১৯১৪)*।

রোগের উপর ধৈর্যধারণ করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দিয়ে থাকেন। রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন রোগের উপর ধৈর্য ধারণ করে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত উপহার দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধৈর্য হয়, সে এমন ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করতে পার। তোমার জন্য জান্নাত আছে। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। কিন্তু সাথে এ আবেদনও করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য দো'আ করুন যাতে আর সতর না খুলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য এ দো'আ করলেন' *(বুখারী হা/৫৬৫২; মুসলিম হা/২৫৭৬)*।

[চলবে]

www.ahlehadeethbd.org

সন্তান প্রতিপালনে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
এম এ, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

সন্তান হল পার্থিব জীবনের শোভা *(কাহফ ১৮/৪৬)*। কখনোবা পরীক্ষার কারণও হয়। ফলে তাদের বিনম্র আচরণ ও সাফল্যের দ্বারা পিতা-মাতা আনন্দিত হন। পক্ষান্তরে কখনো অপমান-অপদস্ত হন। একটি আদর্শবান সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু আমরা তাদের সাথে অনেক সময় দুর্ব্যবহার করে থাকি। নিম্নে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক ভুল তুলে ধরা হল-

১. রাগ করা

রাগ হল মানবিক আবেগের অংশ বিশেষ। রাগের কারণে মানুষের আচার-আচরণ ও চিন্তায় খারাপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় আমরা সন্তানদের উপর এমন বিষয়ে রাগ করি যা না করলেও হয়। ফলে রাগের পরিসমাপ্তি পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কখনওবা রাগের কারণে অনুশোচনা করেও ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় না। যেমন : আপনি রেগে গিয়ে সন্তানকে বললেন, তুই মরতে পারিস না। তখন যদি সে আত্মহত্যা করে তাহলে আফসোস করে তা ফিরে আসবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতিরিক্ত রাগের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির জন্য রাগকে সংবরণ করতে বলেছেন এবং রাগ দমনকারীকে বীরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ 'প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে' *(বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫)*। অতএব সন্তানদের সাথে রাগ করা থেকে সাবধান!

২. ছোটবেলার ত্রুটি বর্ণনা করা

পিতা-মাতা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের সাথে কথা-বার্তায় সন্তানের ছোটবেলার ত্রুটি বর্ণনা করে। যেমন : উপস্থিত ব্যক্তির সামনে তার

www.ahlehadeethbd.org

ছোটবেলায় বিছানায় প্রস্রাব করা, তোতলামি ইত্যাদি বলে। এতে সে মজা পেলেও তার ভেতর বিরূপ প্রভাব পড়ে। সুতরাং তাদের সামনে তার ভাল দিকগুলো বর্ণনা করুন। এতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাকে মারহাবা জানাবে। যার ফলে ভাল কাজের প্রতি সে উৎসাহিত হবে।

৩. সন্দেহপ্রবণ হওয়া

সন্তানদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। তথাপি সন্দেহপূর্ণ কোন বিষয় উপস্থিত হলে কিংবা মন্দ কিছু ঘটার আভাষ পেলে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন। এতে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

৪. অতিরিক্ত নজরদারি করা

অনেক অভিভাবক সন্তানদের ২৪ ঘণ্টায় নজরদারিতে রাখেন। তারপরও বলেন, সন্তানেরা তাদের কথা শুনে না। সঠিক পথ হল তাদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাতে তারা বাহিরে মুক্তভাবে কিছু সময় ঘোরা-ফেরা করতে পারে। তাদের একঘেয়েমী কাটাতে পারে। এতে তারা পিতা-মাতাকে সর্বাবস্থায় সম্মান করতে শিখবে।

৫. প্রচণ্ড প্রহার করা

আদবের লাঠি পরিবারে বলবৎ থাকবে। তার মানে এই নয় যে, সন্তানদের প্রচণ্ডভাবে প্রহার করবেন। কখনও সন্তনদের বড় অপরাধেও পিতা-মাতাকে ইয়াকূব (আঃ)-এর মত ধৈর্যধারণ করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্বহস্তে কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি। কোন নারীকেও না, খাদেমকেও না, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত' *(মুসিলম হা/২৩২৮; মিশকাত হা/৫৮১৮)*।

৬. সর্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা

সন্তানের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। যেমন : তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, খানাপিনায় ও খেলাধুলায়। তাদের দাবীগুলো মেনে নেওয়া যতক্ষণ না শরী'আতের বাহিরে চলে যায়। সুতরাং এটা ভাল হবে যে, তাদের পসন্দসই ভাল সিদ্ধান্তের উপরে ছেড়ে দেওয়া ও দূর থেকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। আবার সবকিছু তাদের উপর ছেড়ে দিলে পদস্খলন হয়েও যেতে পারে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।

www.ahlehadeethbd.org

৭. সাধ্যাতীত লক্ষ স্থির করা

আপনার সন্তান যতটুকু অর্জন করতে পারবে তার চেয়ে বেশী আশা না করা। সন্তানের মেধানুযায়ী তার সক্ষমতা ও শরীরের অবকাঠামোর দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের স্বপ্ন পূরণে বল প্রয়োগ করা। এতে সন্তানেরা মানসিক চাপে ভুগে। ফলে এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য সন্তানেরা অসহনীয় ফাঁকিবাজী সহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। অতএব পিতা-মাতা সাবধান!

৮. নৈতিক শিক্ষা না দেওয়া

বর্তমান সময়ে পিতা-মাতা এত উচ্চাভিলাষী যে, তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার সময় তাদের হয়ে উঠেনা। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিশু-কিশোর ও যুবক কুরআন পড়তে পারে না। সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে পারে না। এতে তাদের নৈতিক পদস্খলন ঘটে। যার দরূন তারা ঐশী রহমানের মত পিতা-মাতাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

৯. অনৈতিক কাজে সমর্থন

অনেক পিতা-মাতা কখনও কখনও সন্তানের মন্দ কাজে সমর্থন করেন। যেমন : সন্তান কারো সাথে ঝগড়া করে বা মার খেয়ে আসলে তাকে বলা, একটা মার খেলে দশটা দিয়ে আসবি। আবার কাউকে মেরে আসলে বলে, ঠিক আছে আরো দু'টি দিয়ে আসতে পারলি না। সন্তানদের এহেন অনৈতিক কাজে নিরুৎসাহিত না করে সমর্থন করার ফলে যখন সে মারাত্মক কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন পিতা-মাতার অনুশোচনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

১০. দোষারোপ করা

সন্তানের ছোটখাটো ভুলের কারণে তাকে দোষারোপ করা। যেমন অসাবধানতা বশতঃ তার হাত থেকে কড়ি বা কাঁচের কিছু পড়ে ভেঙ্গে গেলে তাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলা। ধমকি-ধামকি দেওয়া। এতে তার ভেতর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

১১. অধিক দুশ্চিন্তা

সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অধিক চিন্তা-ভাবনা করা যে, তারা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবে। অথচ রূযীর মালিক আল্লাহ। তাই অধিক চিন্তা না করে সন্তানকে আল্লাহভীরু করে গড়ে তোলা উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

১২. দো'আ ছেড়ে দেওয়া

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শেখানো দো'আ অনাগত সন্তানকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। তাই তাদের জন্য দো'আ ছেড়ে দেওয়া ভুল। সন্তান ও পরিবারের কল্যাণের দো'আটি হল– رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরকান ২৫/৭৪)*।

১৩. অপ্রয়োজনীয় খেলনা সামগ্রী দেওয়া

আমরা সন্তানদের শান্ত করার জন্য অনেক সময় তাদের অপ্রয়োজনীয় খেলনা দিয়ে থাকি। যেমন মোবাইল, ল্যাপটপ, ইত্যাদি। এতে সাময়িক শান্ত হয়। কিন্তু সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। একটু বড় হয়ে যখন পড়াশুনা বাদ দিয়ে গেম খেলায় ব্যস্ত থাকে তখন আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকি। বরং তাদেরকে উন্মুক্ত জায়গায় প্রতিদিন সকলের সাথে নির্দিষ্ট সময় খেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. নিয়ম না মানা

বাড়ীতে ছোট ছোট কাজগুলো নিয়মতান্ত্রিক না মানা। যেমন খাবার গ্রহণের আদব, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানসহ স্বভাব সুলভ নিয়ম না মানা। আবার কখনও রাস্তা পারাপারের সময় জেব্রা ক্রসিং না মানা। কখনও কখনও রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু দূর না করে ফলের খোসা, খাবারের ঠোংগা রাস্তায় ফেলা। যদি এধরনের ছোট ছোট নিয়মগুলো আমরা মানতাম তাহলে তারা সকল প্রকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হত।

১৫. অবাঞ্ছনীয় কথা-বার্তা বলা

আমরা অনেক সময় সন্তানদের বলি, আমার সামনে আর কোনদিন এসো না। কখনওবা বলি তুমি মরতে পারো না। যখন আপনার সন্তান এটি করে দেখায় তখন অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়। যা কখনও কখনও শুধরানোর সুযোগ থাকে না। তাই রেগে গেলেও এরূপ কথা বলবেন না।

১৬. পরস্পর বিরোধিতা করা

যখন কোন শিশু পিতা-মাতাকে গালি দেয় অথবা মারে তখন তারা হেসে উড়িয়ে দেন। কিছুই মনে করেন না বরং মজা নেন। যখন কোন মেহমানকে

www.ahlehadeethbd.org

গালি দেয় তখন তাকে ধমকা-ধমকি করেন। অথচ প্রথম থেকেই যদি তাকে বুঝানো যেত যে, গালি দেওয়া মন্দ কাজ। এটা খারাপ চরিত্রের লোকেরা করে থাকে। তাহলে অঙ্কুরেই তার মনোভাব পরিবর্তন হত। আর কখন কাউকেই গালি দিত না।

১৭. নিজে মন্দ করে সন্তানকে ভাল নির্দেশ দেওয়া

অনেক সময় আপনি সন্তানকে এমন কিছু মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন অথচ ঐ খারাপ অভ্যাসটি আপনার মধ্যে আছে। যেমন-

(১) আপনার সন্তান বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট খেয়েছে। আপনি তাকে প্রহার করলেন ও নিষেধ করলেন। অথচ আপনি সিগারেট খান। ফলে সন্তানের মধ্যে এর ফলপ্রসূ প্রভাব পড়ে না। বরঞ্চ ঐ অভ্যাসটি সন্তানের মধ্যেও গড়ে উঠার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। (২) ইসলামী বিধান মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। যার কারণ আপনি সন্তানকে নির্দেশ দিচ্ছেন ইবাদতের জন্য মসজিদে যেতে; অথচ আপনি নিজেই যান না। এতে আপনার সন্তানের উপর স্থায়ী প্রভাব পড়বে না। হয়তো তার মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকদিন যাবে। আপনি যদি তাকে সাথে নিয়ে যান তাহলে সে পুরোপুরিভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবে। যার ফলে সে মন্দ কাজসমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

১৮. পিতা-মাতার কর্ম ব্যস্ততা

বর্তমান সময়ে অনেক পিতা-মাতাই দিনের দীর্ঘ সময় সন্তানকে ছেড়ে কর্ম ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন। ফলে বাড়ীর কাজের লোকদের থেকে সন্তান ভাল কিছু শেখে না। আবার বাড়ীতে সন্তান থেকে দাদা-দাদীকে দূরে রাখা হয়। অথচ তারা বাড়ীতে থাকলে তাদের নাতী-নাতনীদের ভাল আদব-কায়দা শেখাত।

উপসংহার

পিতা-মাতা যদি উল্লিখিত ভুলগুলো শুধরে নেন তাহলে শিশু সন্তানকে ছোট অবস্থায় তার ভেতরে যে আকৃতি দিবেন তারই প্রতিচ্ছবি বড় হলে প্রতিফলিত হবে। কথায় আছে 'ছোট অবস্থায় শেখা পাথরে খোদায় করার ন্যায় আর বড় অবস্থায় শেখা পানিতে আঁকানোর ন্যায়'। আল্লাহ আমাদের সকলকেই মন্দ দিকগুলো পরিহার করে ভাল দিকগুলো গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ সন্তান লাভের তাওফীক দান করুন- আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের গল্প

দানের পুরস্কার

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেন, 'একদিন এক লোক কোন এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সাথে সাথে ঐ মেঘ খণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল যিনি কোদাল দিয়ে পানি বাগানে সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দেখে সে তাকে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তিনি মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার নাম জানতে চাইলে কেন? উত্তরে সে বলল, যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর বলল, তুমি এ বাগানের ব্যাপারে কি কর? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক তৃতীয়াংশ ছাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি' *(মুসলিম হা/২৯৮৪)*।

শিক্ষা :

১. *দান করলে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।*

২. *দানকারীর প্রতি আল্লাহ খুশি হন এবং বিভিন্নভাবে তাকে সহযোগিতা করে থাকেন।*

৩. *জমির ফসলে ফকীর-মিসকীনদের হক আছে। সুতরাং তাদের হক আদায় করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত নাযিল হয়।*

www.ahlehadeethbd.org

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

প্রজ্ঞা ও হিকমত বৃদ্ধির জন্য এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা :

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ- وَاجْعَل لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِيْ الْآخِرِيْنَ- وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ-

উচ্চারণ : *রব্বি হাবলী হুকমাও ওয়া আলহিক্নী বিছ্ছা-লিহীন। ওয়াজ'আল লী লিসানা ছিদকিন ফিল আ-খিরীন। ওয়াজ'আলনী মিওঁ ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে হিকমত দান করুন এবং সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আখেরাতে আমাকে সত্যবাদীদের সাথী করুন এবং আমাকে নাঈম নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন' *(শু'আরা ৮৩-৮৫)*।

সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত থেকে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য দো'আ :

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *ফাতিরাসসামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, আনতা ওয়ালিয়ইয়ী ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খেরাহ। তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্নী বিছছা-লিহীন।*

অর্থ : '(হে আল্লাহ!) আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ইহকাল ও পরকালে আপনি আমার অভিভাবক। অতএব আমাকে মুসলিম করে মৃত্যু দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন' *(ইউসুফ ১০১)*।

উৎস : ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে বের হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে পিতা-মাতা ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে যখন জীবনে শান্তি ফিরে পেলেন তখন সরাসরি আল্লাহ্র প্রশংসা, গুণাবলী বর্ণনা করত ও দো'আয় মশগূল হয়ে উক্ত দো'আগুলো করেন। ঈমানের সাথে মৃত্যু কামনা করে আমাদেরও উক্ত দো'আ করা উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

যালিম স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আসিয়ার দো'আ :

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ : *'রব্বিবনি লী ইনদাকা বায়তান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজ্জীনি মিন ফির'আওনা ওয়া আমালিহি ওয়া নাজ্জিনী মিনাল কাওমিযয-লিমীন'।*

অর্থ : 'হে আমার রব! আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ী নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফিরাঊন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে' *(তাহরীম ১১)*।

উৎস : মূসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাঊনের জাদুকর পরাজিত হলে আসিয়া আল্লাহর উপর ঈমান আনেন। নিজ স্ত্রীর ঈমানের খবর শুনে ফেরাঊন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আসিয়াকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া আল্লাহ্র কাছে উক্ত প্রার্থনা করেন।

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে দৃঢ় থাকার ও মনোবল বৃদ্ধি, বিজয় প্রার্থনা করে তালূত বাহিনীর দো'আ :

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *'রব্বানা আফরিগ্ আলাইনা ছাবরাও ও ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ানছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন'।*

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর! আমাদেরকে দৃঢ় পদে রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর' *(বাক্বারাহ ২৫০)*।

উৎস : আমালেকা সম্প্রদায়ের বাদশা জালূত বনী ইসরাঈলের সেনাপতি তালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তালূত আশি হাযার সৈন্য নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে রওয়ানা হয়। আল্লাহ পাক সৈন্যদের পরীক্ষা করার জন্য পানি না পান করে একটি নদী পার হওয়ার ঘোষণা দেন। যারা পানি পান করবে না তারাই মুমিন। কিন্তু দেখা গেল ৮০ হাযারের মধ্যে মাত্র ৩১৩ জন পানি পান করেনি। ঐ ৩১৩ জন মুমিন সৈন্য জালূতের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে উক্ত দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেছিলেন। তাই বিশাল শক্তিধর জালূত পরাজিত হয়েছিল।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩০-৩২)।

www.ahlehadeethbd.org

গল্পে জাগে প্রতিভা

পশুর সেবা

নাঈমুল ইসলাম, ১০ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একদিন দু'জন সোনামণি নাঈম ও শামীম রাস্তার ধারে মুড়ির দোকানে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। পাশেই কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল এবং কলা ও পাউরুটি খাচ্ছিল।

এমন সময় এক ক্ষুধার্থ কুকুর ছানা তাদের নিকট আসল। খাবারের আশায় সে লোকগুলোর পাশে ঘোরাফিরা করছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর লোকগুলো তাকে তো খাবার দিলই না বরং লাথি মেরে রাস্তার পাশে ড্রেনে ফেলে দিল।

এতে ছানাটি আরো বেশী আর্তনাদ করতে লাগল এবং সেখান থেকে উঠার চেষ্টা করল। কিন্তু তার যথার্থ চেষ্টা ব্যর্থ হল। মুড়ির দোকানে বসা সোনামণিরা এটি দেখে দ্রুত ছুটে গেল এবং কুকুর ছানাটি ড্রেন থেকে উপরে উঠিয়ে প্রাণে বাঁচাল। তারপর কিছু খেতে দিয়ে তাকে শান্ত করল। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলো তা দেখে মাথা নীচু করল।

সোনামণিরা তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর নাঈম বলল, আপনারা কি জানেন না রাসূল (ছাঃ) এর সেই দু'টি হাদীছের কথা?

তারা বলল, কোন হাদীছ? নাঈম বলল, হযরত ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এক নারী একটি বিড়াল বেঁধে রাখার কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত' *(বুখারী হা/৩৩১৮)*।

আবার শামীম বলল, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যাভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সে একটি কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে দেখতে পেল, কুকুরটি একটি কুপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পিপাসায় তার প্রাণ প্রায় যায় যায় অবস্থায়

www.ahlehadeethbd.org

ছিল। তখন সে নারী তার মোজা খুলে তার ওড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে কুপ হতে পানি তুলল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল' *(বুখারী হা/৩৩২১)*। এরপর নাঈম বলল, আর আপনারা সেই পশুর সেবা না করে, তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিলেন? এটা আপনাদের মোটেও ঠিক হয়নি। এবার লোকগুলো লজ্জিত হয়ে বলল, আমাদের বড় ভুল হয়েছে। আমরা তওবা করছি। আমরা এরূপ কাজ আর কখনো করব না। আর পশুপাখিকে ভালবাসব।

শিক্ষা : *পশুপাখির প্রতি সর্বদা সহনুভূতিশীল হতে হবে।*

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক বানরের খুব ক্ষুধা পেয়েছে। সে খাবারের খোঁজে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছল। সে দেখতে পেল নদীর পাড়ে অনেকগুলো কাঁকড়ার গর্ত। গর্তে কাঁকড়া নিশ্চয় আছে। কাঁকড়া ধরে খেতে পারলে তার ক্ষুধা মিটতে পারে। কিন্তু সে কাঁকড়া ধরবে কিভাবে?

কাঁকড়াতো গর্তের ভিতরে আছে। গর্ত খুঁড়ে তাদের বের করাও সহজ নয়। বানর তখন চিন্তা করতে লাগলো। আর একটু পরেই তার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। সে যদি তার লেজ কাঁকড়ার গর্তে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাহলে কাজটা হয়ত সহজ হবে। সে লেজটাকে একটা গর্তে ঢুকিয়ে দিল। একটা কাঁকড়া তখন লেজটাকে আঁকড়ে ধরল। অতঃপর সে একটানে তা বের করে নিয়ে এলো। কাঁকড়াও সাথে সাথে উপরে এসে হাযির। সে তখন কাঁকড়টাকে মেরে খেয়ে ফেলল। অতঃপর মনের সুখে চলে গেল।

শিক্ষা :

১. *বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে।*

২. *নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেকেই উপায় তালাশ করতে হবে।*

www.ahlehadeethbd.org

হারাম ব্যবসার পরিণতি

মুহাম্মাদ আল-আমীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামে একটি বাজার ছিল। সে বাজারে অনেক দোকান ছিল। সেখানে এক অসভ্য ব্যবসায়ী ছিল। সে হারাম বস্তুর ব্যবসা করত। আল্লাহ্র উপর ভরসা করত না। কিন্তু তার দু'জন বন্ধু ছিল। যারা সৎ পথে চলত, ছালাত আদায় করত এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করত। তারা তাকে নিয়মিত ছালাতে ডাকত এবং সৎ উপদেশ দিত। কিন্তু সে জুম'আর ছালাত ও দু'ঈদের ছালাত ছাড়া আর কোন ছালাত আদায় করত না। সে তার ব্যবসায় লোকদের ঠকাতো, ওযনে কম দিত, হারাম দ্রব্য বিক্রয় করত। তার বন্ধুরা তাকে উপদেশ দিত এবং বোঝানোর চেষ্টা করত। কিন্তু সে তাদের উপদেশ মানতো না। এমনকি তাকে তারা ঐ হাদীছটি বলেছিল যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

তবুও সে কিছুতেই এ পথ ছাড়লো না। এভাবেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করছিল। তার লাভের টাকা দোকানেই রেখে দিত। প্রতিদিনের মতো সে একদিন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ী চলে গেল। রাতে বৈদ্যুতিক তার ফেটে আগুন লেগে তার দোকানের মালামাল ও সব টাকা পুড়ে গেল। সে সকালে দোকানে গিয়ে দেখল তার সবকিছু পুড়ে গেছে। সে তখন বুঝতে পারল যে, এতদিন সে যা করছিল তা ভুল হয়েছে। যোহরের আযান হলে সে তখনই বন্ধুদের নিকট গিয়ে বলল, চল আমরা ছালাতে যায়।

শিক্ষা :

১. *হালাল পথে জীবিকা অন্বেষণ করতে হবে।*

২. *সৎ উপদেশ মেনে চলতে হবে।*

৩. *মনে রাখতে হবে হারাম উপার্জন স্থায়ী নয়।*

www.ahlehadeethbd.org

এ ক টু খা নি হা সি

অবাস্তব

আবু তালহা, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দর্জি ও ক্রেতার মাঝে কথা হচ্ছে-

ক্রেতা : ভাই, পৃথিবীতে যত রং আছে সেগুলো বাদ দিয়ে আমাকে অন্য রংয়ের কাপড় দিয়ে একটা পাঞ্জাবী তৈরী করে দিন।

দর্জি : ঠিক আছে ভাই, তাহলে আপনি শনিবার থেকে শুক্রবার বাদ দিয়ে অন্য এক বারে পাঞ্জাবিটা নিয়ে যাবেন।

শিক্ষা :

১. *একটা চালাক মানুষকে সহজে বোকা বানানো যায় না।*

২. *যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব।*

আমার শার্ট খুলে দিয়ে যান!

ভিড়ের মধ্যে সাইকেলের সাথে ধাক্কা লেগে এক ফেরিওয়ালার শার্ট ছিঁড়ে গেল! ফেরিওয়ালা সাথে সাথে সাইকেলওয়ালাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে বললেন,

ফেরিওয়ালা : যাচ্ছেন কোথায়? আমার শার্টের দাম দিয়ে যান!

সাইকেলওয়ালা : শার্টের দাম কত?

ফেরিওয়ালা : দুইশত টাকা।

সাইকেলওয়ালা ভদ্রতার সাথে পকেট থেকে দুইশত টাকা বের করে দিলেন। এবার ফেরিওয়ালা খুশিমনে দুইশত টাকা পকেটে পুরে রওয়ানা দিতে যাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ সাইকেলওয়ালা তার হাত চেপে ধরে বললেন,

সাইকেলওয়ালা : যাচ্ছেন কোথায়? আগে আমার শার্ট খুলে দিয়ে যান!

ফেরিওয়ালা : কেন শার্ট খুলে দিব?

সাইকেলওয়ালা : আমি আপনাকে শার্টের দাম দিয়েছি। এখন এই শার্ট আমার।

শিক্ষা : *ভুলবশত কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সম্ভবপর ক্ষমা করা উচিত।*

www.ahlehadeethbd.org

ক বি তা গু চ্ছ

সোনার ছেলে

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক
ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমী
মণিপুর, গাযীপুর।

সোনার ছেলে গড়তে বাবা
পকেট করে শেষ,
দিবানিশী চিন্তায় মরে
ঘুমের নেই তো লেশ।

টাকা, পয়সা, অর্থ, কড়ি,
পোশাক যত লাগে,
ছেলের মন রাখতে বাবা,
কিনে আগে আগে।

তবুও ছেলের বড়ই ধমক,
যেন তিনিই বাপ,
চড়া দামের মোবাইল পেতে,
কি যে বড় চাপ!

এক বাপের এক ছেলে
হারিয়ে যাবার ভয়,
এমন চিন্তায় বাপ-মায়
সংসার করল ক্ষয়।

অবশেষে হারায়ে দিশে
বাপে বিকায় জমি,
ছেলের মন রাখতে ছুটে
আনতে সাপের মণি।

সব কিছু পেয়ে ছেলে
রাজার রাজা সাজে,
নেশায় নেশায় জীবন কাটায়
বংশ মরে লাজে।

অবশেষে ধরে কষে
প্রশাসন ছাড়া উপায় নাই,
ক্রস ফায়ারের শিকার হবে
নয়তো জেলখানাতে হবে ঠাঁই।

চেষ্টা

জুবায়ের, মক্তব বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আর করি না ভয়
হবেই হবে জয়।
অলস ছেলে নয়তো আমি
প্রমাণ করার এইতো সময়।
আমি কেন অলস ছেলে হব,
চেষ্টা করলে উপায় পাব।
তাই তো আমি করব চেষ্টা
উন্নত হবে মোর জীবনটা।
চেষ্টা করে জিততে চাই,
আসুক বাধা যতই না ভাই।
জীবনে যদি উন্নতি চাই
চেষ্টা ছাড়া উপায় নাই।
জীবনে চেষ্টা করেছে যারা,
একদিন সফল হয়েছে তারা ।
তাই সবাই করবো চেষ্টা,
এগিয়ে যাবে সোনার এ দেশটা।

www.ahlehadeethbd.org

ভয় নয় জয়

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

হতাশা নয়, নিরাশা নয়
বিশ্বাস রাখো জীবনে,
ব্যর্থতা নয়, চিন্তিত নয়
ভরসা রাখো এমনে।
অপূর্ণতা নয়, অবসাদ নয়
আশা করো প্রতিক্ষণে,
রাগ নয়, যুদ্ধ নয়
ইসলামী শান্তির কাননে।
সমস্যা নয়, অসম্ভব নয়
সমাধান মিলবে অধ্যয়নে,
আনমনা নয় উদাসীনতা নয়
মনোযোগী হও জীবনে।
মূর্খতা নয়, পরাজিত নয়
এগিয়ে চল ভুবনে,
স্থির, অসম নয়
সবেগে চল গোপনে।
সব ভয় হবে জয়
প্রভুর বিশ্বাস রেখো নিশ্চয়।

হে আল্লাহ

আতিয়া, দাওরা ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস -সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে মহান আল্লাহ,
তুমি অসীম, তুমি অপার
তোমার নেই তুলনা।
সৃষ্টি করেছ এই ধরণী
সৃষ্টি করেছ সুনীল আকাশ
পাহাড়-নদী, নক্ষত্ররাজি
সবই যে তোমার দয়ার প্রকাশ।
করেছ তুমি মোদের
সৃষ্টির সেরা মাখলূকাত
বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছ তুমি
করতে তোমার ইবাদত।
হে প্রভু দয়াময়
কিয়ামতের ঐ বিভীষিকাময় দিনে
ঠাঁই দিও তোমার আরশের ছায়ায়।

'আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি যার যত তীব্র, তার নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব তত উন্নত'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সৎকর্ম সমূহ কেবল মুসলিমকেই আনন্দিত করে না, বরং যে কোন মানুষকেই আনন্দিত করে'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

www.ahlehadeethbd.org

রহস্যময় পৃথিবী

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ১০টি পর্বত

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যদি হিসাব করা হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিসগুলো কী? তাহলে তার মাঝে অবশ্যই উপরের দিকে থাকবে গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু বিশাল পর্বতমালা। আর তার মাঝেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু কয়েকটি পর্বত। যারা বিশালতা, সৌন্দর্য, দুর্গমতা মোট কথা সব দিক থেকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে অন্যদের। পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস যুগ যুগ ধরে এরাই বহন করছে। আর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ১০টি পাহাড়ই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ৮০০০ মিটার উঁচুতে রয়েছে। এই সংখ্যায় ৪টি পরিবেশন করা হল।

১. মাউন্ট এভারেস্ট (Mount Everest)

মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফুট) উচ্চতায় এ দৈত্যাকার পর্বতমালার অবস্থান। এটি স্যাগারমথ জোন, নেপাল ও তিব্বত এবং চীন সীমান্তে অবস্থিত হিমালয় পর্বত মালার প্রধান অংশ। এর মনকাড়া সৌন্দর্য যে কারোই মন কাড়তে বাধ্য। হিমালয়ের বিশালতাই সবাইকে এর দিকে আকৃষ্ট করে। তাই তো প্রতিবছর হাযার হাযার পর্যটক হিমালয়ের পাদদেশে ভিড় করে এর সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। দুঃসাহসীরা পাড়ি জমায় হিমালয়ের চূড়ার দিকে। ১৯৭৮

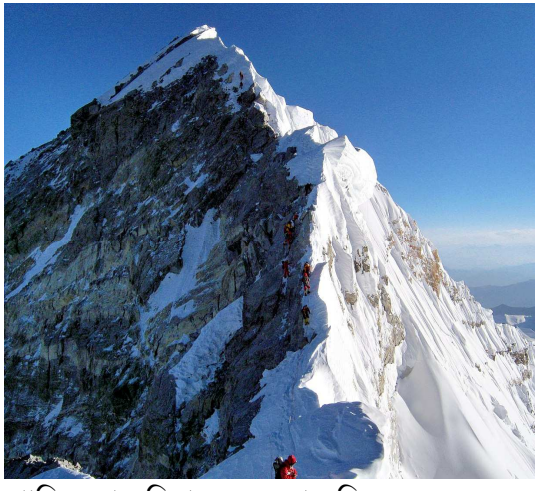

www.ahlehadeethbd.org

সালের ৮ই মে অস্ট্রিয়ার পিটার হেবলার এবং ইতালির রেইনহোল্ড মেসনার প্রথম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্ট-এর চূড়ায় সফলভাবে অরোহণ করেন। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট এভারেস্ট জয় করার ইচ্ছা বা আগ্রহ না থাকলেও একবার ঘুরে আসতে পারেন মাউন্ট এভারেস্ট বেস ক্যাম্প থেকে। কেবল বেস ক্যাম্পটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ হাযার ৩৬৪ মিটার উঁচুতে। পৃথিবীর ৭টি প্রাকৃতিক আশ্চর্যের মাঝে মাউন্ট এভারেস্ট বা হিমালয় পর্বত মালা অন্যতম।

২. কে-টু (K2)

মাউন্ট এভারেস্ট-এর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতমালা হচ্ছে K2। চীন এবং পাকিস্তানের সীমান্তে K2 এর অবস্থান। এ সুউচ্চ পাহাড়ের বিশালতা গিয়ে ঠেকেছে মাটি থেকে ৮,৬১১ মিটার বা ২৪,২৫১ ফুট উপরে! K2 পাকিস্তানের মাঝে সর্বোচ্চ পাহাড় বলে পরিচিত। এ পাহাড়ের আরেক নাম স্যাভেজ পাহাড়। কারণ এর পথে মৃত্যু পথ যাত্রীর সংখ্যাটা একটু বেশীই। K2-এর চূড়ায় পৌঁছানো প্রতি ৪ জনের মাঝে ১ জন মারা গিয়েছে এ পর্যন্ত!

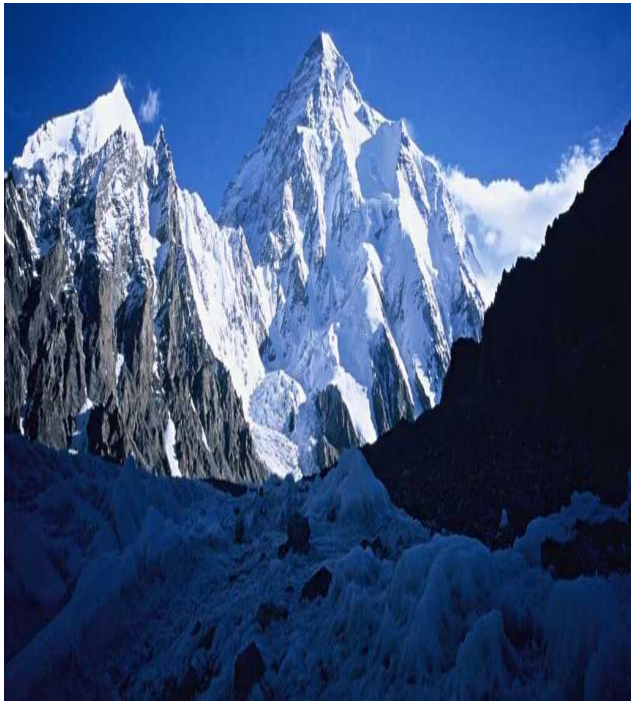

www.ahlehadeethbd.org

৩. কাঞ্চনজংগা (Kangchenjunga)

হিমালয় রেঞ্জ থেকে দক্ষিণে ১২ মাইল পরেই এ সুশ্রী কাঞ্চনজংগার দেখা মিলবে। পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ এই পর্বতমালার উচ্চতা ৮,৫৮৬ মিটার (২৪,১৬৯ ফুট)। ইন্ডিয়ার ভিতরে কাঞ্চনজংগাই সর্বোচ্চ পাহাড়। অনেক ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই পাহাড়টি পবিত্র একটি জায়গা। ভোরের আলো যখন কাঞ্চনজংগার চূড়ায় এসে পড়ে তখন মনে হয় কেউ বুঝি ওর সৌন্দর্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! আর শত শত মাইল দূর থেকেও সেই আলোর আভা দেখা যায়। আমাদের বাংলাদেশের পঞ্চগড় থেকেও মাঝে মাঝে কাঞ্চনজংগার চূড়ার দৃশ্য দেখা যায়। এর সৌন্দর্য সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

৪. এলহোটস (Alhotse)

এভারেস্টের সাথে সংযুক্ত এলহোটসে পৃথিবীর চতুর্থ সর্বোচ্চ পাহাড়। এলহোটসে নামের অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের চূড়া। এভারেস্টের দক্ষিণে এর অবস্থান হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে এলহোটসে। এলহোটসের সুউচ্চ শৃঙ্গটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৫১৬ মিটার (২৭,৯৪০ ফিট) উঁচুতে অবস্থিত। এটি তিব্বত (চীন) এবং নেপালের খাম্বু অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া নতুন আহলেহাদীছ মসজিদে সংক্ষিপ্ত সোনামণি প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আবু সাইফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ওমর ফারূক ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ জাসীম। অতঃপর সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে শাখার উদ্যোগে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ১নং গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। চকগোবিন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুবকর ছিদ্দীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি যাকিরুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মাসঊদ।

খোর্দ্দবাগবাড় ডাঙ্গাপাড়া, বদরগঞ্জ, দিনাজপুর ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বদরগঞ্জ থানাধীন খোর্দ্দবাগবাড় ডাঙ্গাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে লাবীব আল-হাসান।

www.ahlehadeethbd.org

প্রাথমিক চিকিৎসা

স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু তথ্য

ডা. আব্দুল মতীন
এমবিবিএস (বিসিএস স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার, শিশু বহির্বিভাগ
খাঁনপুর, নারায়ণগঞ্জ।

১. প্রশ্ন : পুরুষ ও মহিলার শরীরে কতটুকু হিমোগ্লোবিন থাকলে একজন পুরুষ ও মহিলা সঠিকভাবে ব্লাড দিতে পারে?

উত্তর : পুরুষের ক্ষেত্রে ১৩ থেকে ১৬.৫ পয়েন্ট এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১২.৫ থেকে ১৫ পয়েন্ট।

২. প্রশ্ন : ব্লাড সেল কয়দিন পর পর মারা যায়?

উত্তর : ১২০ দিন পর পর অর্থাৎ ৪ মাস পর পর।

৩. প্রশ্ন : কোন জাতীয় খাবার খেলে রক্তে শূন্যতা পূরণ হয়ে যায়?

উত্তর : আয়রণ জাতীয় খাবার।

৪. প্রশ্ন : ডায়াবেটিস প্রধানত কয়টি ও কী কী রোগ বহন করে?

উত্তর : ডায়াবেটিস প্রধানত ৩টি রোগ। তথা চক্ষু, কিডনী ও হার্টের রোগ বহন করে।

৫. প্রশ্ন : রক্ত কোথা থেকে তৈরী হয়?

উত্তর : রক্ত উরুর হাড় থেকে ৮০% এবং লিভার, প্লীহা ইত্যাদি থেকে ২০% তৈরী হয় ।

৬. প্রশ্ন : কঠিন বিপদের সময়ে কত বছর বয়সের মধ্যে ডায়বেটিস রোগী ব্লাড দিতে পারে?

উত্তর : ১৮ থেকে ৪০ বছর। তবে না দেওয়াই ভাল।

৭. প্রশ্ন : শরীরের বড় হাড় কোনটা?

উত্তর : উরুর হাড়।

www.ahlehadeethbd.org

৮. প্রশ্ন : থ্যালাসেমিয়া কী? উহার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : এমন রোগ যা দ্বারা রক্তের স্বাভাবিক আকার পরিবর্তনের ফলে ব্লাডসেল ভাঙ্গতে থাকে। এ সমস্ত রোগীর শরীর সাধারণত সর্বদা দুর্বল থাকে।

৯. প্রশ্ন : রক্তদানের স্বাভাবিক বয়সকাল কত?

উত্তর : ১৮ থেকে ৬০ বছর।

১০. প্রশ্ন : একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক ওযনের মানুষের দেহে কত লিটার ব্লাড থাকে?

উত্তর : পৌনে ৪ লিটার থেকে ৪ লিটার।

১১. প্রশ্ন : আয়রন জাতীয় ফল ও সবজি কী কী?

উত্তর : বেদানা, কলা, পেয়ারা, কচুরমুখি, কচুরলতী ইত্যাদি।

১২. প্রশ্ন : কী কী সমস্যা থাকলে রক্ত দেওয়া যায় না?

উত্তর : হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, এইচআইভি (এইডস), এলার্জি, হার্টের সমস্যা, চর্মরোগ, ডায়াবেটিস সহ হাইপ্রেশার, এ্যাজমা বা হাঁপানী ও হৃদরোগ ইত্যাদি সমস্যা থাকলে।

১৩. প্রশ্ন : পিত্তথলী কোথায় থাকে?

উত্তর : লিভারের ডান পাশে নিচে।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার ঘাড় ধরে বললেন, 'তুমি দুনিয়াতে থাক একজন আগন্তুক বা মুসাফিরের মত। ইবনু ওমর বলতেন, যখন সন্ধ্যা করবে তখন সকাল করার আশা করো না এবং যখন সকাল করবে তখন সন্ধ্যা করার আশা করো না। অতএব অসুস্থতার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনটাকে সুযোগ হিসাবে নাও' *(বুখারী হা/৬৪১৬; মিশকাত হা/১৬০৪)*।

www.ahlehadeethbd.org

দেশপরিচিতি

মঙ্গোলিয়া

মঙ্গোলিয়া মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র।

সাংবিধানিক নাম : মঙ্গোলিয়া।

রাজধানী : উলানবাটোর।

আয়তন : ১৫,৬৪,১১৫.৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৩০,৮১,৬৭৭ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৭%।

ভাষা : মঙ্গোলিয়ান।

মুদ্রা : মঙ্গোলিয়ান টোগ্রোগ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : বৌদ্ধ (৫৫.১%)।

প্রধান নদী : সেলেঙ্গে নদী।

প্রাচীনতম মসজিদের নাম ও নির্মাণকাল : ইসমেহান সুলতান মসজিদ ১৫৭৫ সালে।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৮%।

মাথাপিছু আয় : ১০,৪৪৯ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৬৯.৮ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ১১ই জুলাই ১৯১১ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২৭শে অক্টোবর ১৯৬১ সাল।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখো, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল' *(ছহীহাহ হা/১৯১১)*।

www.ahlehadeethbd.org

যে লা প রি চি তি

মাগুরা

যেলাটি খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৮৪ সাল।

সীমা : উত্তরে রাজবাড়ী যেলা, দক্ষিণে যশোর ও নড়াইল যেলা, পূর্বে ফরিদপুর ও পশ্চিমে ঝিনাইদহ যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,০৩৯.১০ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৪টি। মাগুরা সদর, শালিখা, মুহাম্মাদপুর ও শ্রীপুর।

পৌরসভা : ১টি। মাগুরা।

ইউনিয়ন : ৩৬টি।

গ্রাম : ৭১১টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : গড়াই, কুমার, মধুমতি, চিত্রা, ফটকি ও নবগঙ্গা।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : সিতারাম রাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, ছূফী আব্দুল হামীদ (র)-এর মাযার, কবি কাজী কাদের নেওয়াজের বাড়ী, কেশ সাগর (ধুয়াইল), গড়াই সেতু, নদের চাঁদের ঘাট, রাজা সত্যজিৎ রায়ের রাজবাড়ী, দেবল রাজার গড়, শ্রীপুরের বিরাট রাজার রাজবাড়ীর স্মৃতিচিহ্ন, আঠার খাদার সিদ্ধেশ্বরী মঠ প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : ফররুখ আহমদ (কবি), ডা. লুৎফর রহমান (প্রাবন্ধিক), অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, শহীদ সিরাজউদ্দীন হোসাইন (সাংবাদিক) প্রমুখ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা নেই। এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ছবর করে ও আল্লাহ্র উপরে খুশী থাকে), সে কারণে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(বুখারী হা/৫৬৪১; মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা শিক্ষা

প্রাকৃতিক বস্তু সমূহ

রেযওয়ান মুবাশশির, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চন্দ্র - قَمَرٌ - Moon (মূন)

চন্দ্রগ্রহণ - خُسُوْفٌ - Lunar eclipse (লুনার ইক্লিপ্স)

চুম্বক - مَغْنَاطِيْسٌ - Magnet (ম্যাগনিট)

জগৎ - عَالَمٌ - World (ওয়ার্ল্ড)

জঙ্গল - غَابَةٌ - Jungle (জাংগল)

জলপ্রপাত - شَلَّالٌ - Waterfall (ওয়াটারফল)

জ্যোৎনা - ضَوْءُ القَمَرِ – Moonlight (মূনলাইট)

ঝড় - عَاصِفَةٌ - Storm (স্ট্যর্ম)

ঠাণ্ডা - بَرْدٌ - Cold (কৌল্ড)

তারকা - نَجْمٌ - Star (স্টার)

তুষার – ثَلْجٌ - Frost (ফ্রস্ট)

দ্বীপ - جَزِيْرَةٌ - Island (আইল্যান্ড)

ধূলি - غُبَارٌ Dust (ডাস্ট্)

নদী – نَهْرٌ River (রিভার)

পর্বত - جَبَلٌ Mountain (মাউন্টেইন)

পাথর - حَجَرٌ Stone (স্টোন)

পুকুর - غَدِيْرٌ Pond (পন্ড)

? কুইজ

১. আল্লাহ কোন নবীর জন্য বিপদ মুহূর্তে সমুদ্রে রাস্তা তৈরী করে দেন?
উঃ.....

২. হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) কোন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন?
উঃ.....
.....

৩. কী অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা যায় না?
উঃ.....

৪. আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ কার জন্য দো'আ করে?
উঃ.....
.....
.....
.....

৫. প্রকৃত বীর কে?
উঃ.....

৬. বাগানের মালিক বাগানে উৎপন্ন ফসল কত ভাগে ভাগ করত?
উঃ.....
.....

৭. তালূতের কতজন সৈন্য জালূতের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়?
উঃ.....

৮. পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত ফুট উঁচু?
উঃ.....

৯. ব্লাড সেল কয়দিন পর পর মারা যায়?
উঃ.....

১০. যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে?
উঃ.....
.....

www.ahlehadeethbd.org

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে (২) সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন (৩) না (৪) ১২ তাকবীর (৫) সত্তুর হাযার ফেরেশতা (৬) সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াত (৭) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে পাঁচবার ভালভাবে ওযূ করার মাধ্যমে (৮) খাদ্য বস্তু দ্বারা (৯) চল্লিশ দিনের ছালাত (১০) দশটি বিষয়।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী।

২য় স্থান : আমেনা খাতুন
দুয়ারী, পবা, রাজশাহী।

৩য় স্থান : কাজল আহমাদ
দুয়ারী, পবা, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা
সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :
প্রতিষ্ঠান :
শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৯ ও ৩০ তম পারা)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আন'আম (৭৪-৭৯) আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা ইংরেজী (১-৩৪ নং প্রশ্ন), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) ও রহস্য (১-২১ নং প্রশ্ন)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩; উদ্ভিদ জগৎ ২১-৩৯; শিশু অধিকার ৭-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক (১-৩৯ নং প্রশ্ন) এবং Poem হ'ল কবিতা।

৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. আযান : *(শুধু বালকদের জন্য)*।

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা।

৯. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : এমসিকিউ পদ্ধতিতে **(পরিচালকগণের জন্য)**

(ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।

(খ) সোনামণি প্রতিভা-এর **১. সম্পাদকীয় :** শিশুর ইসলামী শিক্ষা, ২১তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '১৭; ছবর, ২৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল '১৮; অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ২৯তম সংখ্যা মে-জুন '১৮; ছোটদের স্নেহ করো, ৪০তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল '২০; সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো, ৪১তম সংখ্যা, মে-জুন '২০।

২. প্রবন্ধ : শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার, ২৬-৩১তম সংখ্যা; আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা, ৩৬-৪০তম সংখ্যা।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

www.ahlehadeethbd.org

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২ ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (৪র্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

৮. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।

৯. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১১. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৫. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১৬. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	**: ৯ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৬ই অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২৩শে অক্টোবর**	**(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১২ই নভেম্বর**	**(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

www.ahlehadeethbd.org